[২০১৯] ৪ এস.সি.আর. ৪৮৭

উত্তর হরিয়ানা বিজলি বিতরণ নিগম লিঃ

(ইউএইচবিভিএনএল) এবং আরেকজন

বনাম

আদানি পাওয়ার লিঃ এবং আরেকজন

(দেওয়ানী আপিল নং ৫৮৬৫/২০১৮)

ফেব্রুয়ারী ২৫, ২০১৯

[আর. এফ. নরিম্যান এবং নবীন সিনহা, বিচারপতিদ্বয়]

বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি (পিপিএ) – আইনের পরিবর্তনের কারণে মাসিক শুল্কের সমন্বয় – সি.এ. নং ৫৮৬৫/২০১৮-এর আপিলকারীরা হরিয়ানার বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্সধারী। সি.এ. নং ৬১৯০/২০১৮-এর আপিলকারী হল গুজরাট উর্জা বিকাশ নিগম লিঃ (জিইউভিএনএল), যাকে গুজরাট রাজ্যের পক্ষে বিদ্যুৎ ক্রয়কারী সংস্থা হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে – রেসপন্ডেন্ট, একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা, যার ৪৬২০ মেগাওয়াটের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র মুন্দ্রা, কচ্ছ জেলা, গুজরাটে অবস্থিত – ২৩.০৬.২০০৫ তারিখে এসইজেড আইন প্রণীত হয়েছিল – ইউ/এস ২৬, এসইজেড আইনের অধীনে, প্রতিটি ডেভেলপারকে বিভিন্ন ছাড়ের অধিকারী করা হয়েছে, যেমন শুল্ক আইন, শুল্ক শুল্ক আইন ইত্যাদি – রেসপন্ডেন্টকে সহ-ডেভেলপার হিসাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে (যা 'ডেভেলপার' শব্দের অন্তর্ভুক্ত) – আপিলকারী পূর্বে উল্লিখিত এসইজেডে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করেছে যার জন্য ০৭.০৮.২০০৮ এবং ০২.০২.২০১১ তারিখে উত্তদাতার সাথে বিভিন্ন পিপিএ স্বাক্ষর করেছে – বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক (এমওসিআই) ০৬.০৪.২০১৫ তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে শুল্ক আইন, শুল্ক শুল্ক আইন ইত্যাদির অধীনে সকল শুল্ক থেকে উত্তদাতার অব্যাহতি প্রত্যাহার করে – ১৬.০২.২০১৬ তারিখে রেসপন্ডেন্ট কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্যের উপরও অব্যাহতি প্রত্যাহার করে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল – রেসপন্ডেন্ট উক্ত প্রত্যাহারকে চ্যালেঞ্জ করে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন (সিইআরসি) -এর কাছে একটি আবেদন দাখিল করে, পিপিএগুলির পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিপূরণ চেয়ে ধারা ১৩-এর আহ্বান জানায় – অনুমোদিত, তবে আদালত রায় দিয়েছে যে আইনের পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের নীতিগুলির ভিত্তিতে বহনকারী খরচ প্রদানের জন্য উত্তদাতার প্রার্থনা মঞ্জুর করা যাবে না – আপিলকারী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক রায় বাতিল – আপিলে, বহাল: ধারা ১৩.৪.১ আইনের পরিবর্তনের কারণে মাসিক শুল্কের সমন্বয় আইনের পরিবর্তনের তারিখ থেকে কার্যকর হবে [উপ-ধারা (১) ধারা ৪.১], আইনের ক্ষেত্রে গ্রহণ, প্রচার, সংশোধন, পুনঃপ্রণয়ন বা বাতিল বা আইনের পরিবর্তন –

ধারা ১৩.৪.১ পিপিএগুলির ১৩.২ ধারার অধীন – ধারা ১৩.২ একটি অন্তর্নির্মিত ক্ষতিপূরণ নীতি যা আইনের পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দেয় এবং যা মাসিক শুল্ক পরিশোধের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে সেই একই অর্থনৈতিক অবস্থানে পুনরুদ্ধার করতে হবে যেন এমন কোনো আইনের পরিবর্তন ঘটেনি। ধারা ১৩.২, তবে, দুটি পৃথক সময়ের মধ্যে ক্ষতিপূরণ নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভক্ত, একটি নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ড সীমা উভয় উপ-ধারা (ক) এবং (খ)-তে অতিক্রম না করা পর্যন্ত – নিঃসন্দেহে, বর্তমান মামলা উপ-ধারা (খ)-এর অধীনে পড়ে এবং পূর্বে উল্লিখিত থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করা হয়েছে – পিপিএ-এর ১৩.৩ ধারার অধীনে আইনের পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিপূরণ দাবি করার প্রক্রিয়া – উপ-ধারা (গ) সি.এ. নং ৫৮৬৫/২০১৮-এর পিপিএ-তে প্রযোজ্য নয় – বর্তমান মামলা ধারা ১৩.৪.১-এর উপ-ধারা (i)-এর অধীনে পড়ে, এটা স্পষ্ট যে উপ-ধারা (খ) এবং (গ)-এর বর্তমান মামলার তথ্যের উপর কোনো প্রয়োগ নেই – ১৩ ধারার সম্পূর্ণ পাঠ, তাই, এই অবস্থানে নিয়ে যায় যে ১৩.২ ধারায় অন্তর্ভুক্ত ক্ষতিপূরণ নীতির সাপেক্ষে, মাসিক শুল্কের সমন্বয়, বর্তমান মামলার তথ্যের উপর, ০৬.০৪.২০১৫ এবং ১৬.০২.২০১৬ তারিখের প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা প্রদত্ত ছাড়ের তারিখ থেকে কার্যকর হবে – বর্তমান মামলা, তাই, ১৩.৪.১(i) ধারার অধীনে পড়ে – উত্তরদাতারা তাদের মাসিক শুল্ক পরিশোধে সমন্বয়ের অধিকারী হবে ছাড়ের বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে – আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ের সাথে হস্তক্ষেপ করার কোনো কারণ নেই – বিদ্যুৎ আইন, ২০০৩ – ধারা ২(১৮) – বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০০৫ – ধারা ২(২৬) – শুল্ক আইন, ১৯৬২ – শুল্ক শুল্ক আইন, ১৯৭৫ – কেন্দ্রীয় আবগারি আইন, ১৯৪৪।

আপিল খারিজ করে, আদালত

স্থির করেঃ ১.১ ধারা ১৩.৪.১ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে আইনের পরিবর্তনের কারণে মাসিক শুল্ক পরিশোধে সমন্বয় আইনের পরিবর্তনের তারিখ থেকে কার্যকর হবে [ধারা ৪.১-এর উপ-ধারা (i)], আইনের ক্ষেত্রে গ্রহণ, প্রচার, সংশোধন, পুনঃপ্রণয়ন বা বাতিল বা আইনের পরিবর্তন। এর বিপরীতে, যদি আইনের পরিবর্তন কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বা সরকারি যন্ত্রের রায়ের মাধ্যমে আইনের ব্যাখ্যার পরিবর্তনের কারণে হয়, তবে মাসিক শুল্ক পরিশোধে সমন্বয় উক্ত রায় বা ট্রাইব্যুনাল বা সরকারি যন্ত্রের আদেশের তারিখ থেকে কার্যকর হবে [ধারা ৪.১-এর উপ-ধারা (ii)], এই ক্ষেত্রে, মাসিক শুল্ক পরিশোধে সমন্বয় উক্ত রায় বা ট্রাইব্যুনাল বা সরকারি যন্ত্রের আদেশের তারিখ থেকে কার্যকর হবে। ধারা ১৩.৪.১ পিপিএগুলির ১৩.২ ধারার অধীন। ধারা ১৩.২ একটি অন্তর্নির্মিত ক্ষতিপূরণ নীতি যা আইনের পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দেয় এবং যা মাসিক শুল্ক পরিশোধের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে সেই একই অর্থনৈতিক অবস্থানে পুনরুদ্ধার করতে হবে যেন এমন কোনো আইনের পরিবর্তন ঘটেনি।

এর অর্থ হবে যে এই ধারার মাধ্যমে একটি কাল্পনিক পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে এবং পক্ষকে সেই একই অর্থনৈতিক অবস্থানে থাকতে হবে যেন আইনের পরিবর্তন ঘটেনি, অর্থাৎ, পক্ষকে দেওয়ানী আইনের অধীনে বোঝা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ধারা ১৩.২, তবে, ক্ষতিপূরণ নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুটি পৃথক সময়ের মধ্যে বিভক্ত। প্রথম সময়কাল হল "নির্মাণ কাল" যার মধ্যে শুল্কে প্রকল্পের মূলধনের বৃদ্ধি/হ্রাস একটি নির্দিষ্ট সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। তবে, বিক্রেতাকে আইনের পরিবর্তনের প্রভাব এবং বিরোধের ক্ষেত্রে তার অনুরূপতা প্রতিষ্ঠার জন্য সরবরাহকারী প্রামাণিক নথি প্রদান করতে হবে, পিপিএ-এর ১৭ ধারার অধীনে একটি বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেওয়া হবে। এটাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে ক্ষতিপূরণ কেবলমাত্র সেই পক্ষের উপর প্রযোজ্য হবে যার উপর মোট বৃদ্ধি/হ্রাস সেখানে উল্লিখিত পরিমাণের বেশি। যতক্ষণ "কার্যকাল" সম্পর্কিত, বিক্রেতার আয় বা ব্যয়ের বৃদ্ধি/হ্রাসের জন্য ক্ষতিপূরণ সেই তারিখ থেকে নির্ধারিত এবং কার্যকর হবে যা উপযুক্ত কমিশন কর্তৃক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এখানে, এই ক্ষতিপূরণ কেবলমাত্র বিক্রেতার আয় বা ব্যয়ের বৃদ্ধি/হ্রাসের জন্য প্রযোজ্য হবে যদি তা একটি চুক্তি বর্ষে ১% এর সমষ্টিগত ক্রেডিট পত্রের অতিরিক্ত হয়। ১৩ ধারার পাঠ থেকে এটা স্পষ্ট যে ক্ষতিপূরণ নীতি কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে যেখানে একটি নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ড সীমা উভয় উপ-ধারা (ক) এবং (খ)-তে অতিক্রম করা হয়েছে। এতে কোনো বিতর্ক নেই যে বর্তমান মামলা উপ-ধারা (খ)-এর অধীনে পড়ে এবং পূর্বে উল্লিখিত থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করা হয়েছে। আইনের পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিপূরণ দাবি করার প্রক্রিয়া পিপিএ-এর ১৩.৩ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ৬, ৭ এবং ৮] [৪৯৮-সি-এইচ; ৪৯৯-এ-সি]

১.২ ১৩ ধারার সম্পূর্ণ পাঠ, তাই, এই অবস্থানে নিয়ে যায় যে ১৩.২ ধারায় অন্তর্ভুক্ত ক্ষতিপূরণ নীতির সাপেক্ষে, মাসিক শুল্ক পরিশোধে সমন্বয়, বর্তমান মামলার তথ্যের উপর, ০৬.০৪.২০১৫ এবং ১৬.০২.২০১৬ তারিখের প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা প্রদত্ত ছাড় প্রত্যাহারের তারিখ থেকে কার্যকর হবে। বর্তমান মামলা, তাই, ১৩.৪.১(i) ধারার অধীনে পড়ে। এটা স্পষ্ট যে মাসিক শুল্ক পরিশোধে সমন্বয় সেই তারিখ থেকে কার্যকর করতে হবে যে তারিখে প্রদত্ত ছাড় প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

এই কারণে, শুল্ক পরিবর্তনের পর বিক্রেতাকে মাসিক চালানগুলি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে পরিবর্তিত শুল্ক যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়। বর্তমান মামলার তথ্যের উপর, এটা স্পষ্ট যে উত্তরদাতারা তাদের মাসিক শুল্ক পরিশোধে সেই তারিখ থেকে সমন্বয়ের অধিকারী হবে যে তারিখে ছাড়ের বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হয়েছিল। এই কারণে, ১৩.২ ধারায় অন্তর্ভুক্ত ক্ষতিপূরণ নীতি কেবলমাত্র ০৪.০৫.২০১৭ তারিখের আদেশের পরেই কার্যকর হবে যেখানে সিইআরসি রায় দিয়েছে যে উত্তরদাতারা ০১.০৪.২০১৫ তারিখ থেকে আইনের পরিবর্তনের কারণে অতিরিক্ত খরচ দাবি করার অধিকারী ছিল। এই কারণে, পিপিএ-এর বাইরে কোনো সাধারণ ন্যায়বিচারের নীতির ভিত্তিতে উত্তরদাতারা এই ক্ষতিপূরণ দাবি করবে এটা ভুল হবে। যেহেতু এটা স্পষ্ট যে বহনকারী খরচের পরিমাণ কেবলমাত্র পিপিএ-এর ১৩ ধারার সাথে সম্পর্কিত, তাই আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ের সাথে হস্তক্ষেপ করার কোনো কারণ নেই। [প্যারা ১০][৫০০-এ-ই]

ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন লিঃ বনাম মধ্যপ্রদেশ স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড, (২০১১) ১৫ এসসিসি ৫৮০ : [২০১১] ১১ এসসিআর ৬৫১; সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিঃ বনাম স্টেট অফ মধ্যপ্রদেশ এবং ওআরএস, (২০০৩) ৪ সাপ্ল. এসসিআর ৬৫১ : [২০০৩] ৪ সাপ্ল. এসসিআর ৬৫১; ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর এনভায়রো-লিগ্যাল অ্যাকশন বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং ওআরএস, (২০১১) ৮ এসসিসি ১৬১ : [২০১১] ৯ এসসিআর ১৪৬; অল ইন্ডিয়া পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ার ফেডারেশন এবং ওআরএস বনাম সসান পাওয়ার লিঃ এবং ওআরএস, (২০১৭) ১ এসসিসি ৪৮৭ : [২০১৬] ৯ এসসিআর ৯০১ – অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত।

এনার্জি ওয়াচডগ বনাম সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন এবং ওআরএস, (২০১৭) ৩ এসসিসি ১৫৩- উল্লেখ করা হয়েছে।

<u>মামলা প্রসঙ্গ</u>

[২০০৩] ৪ সম্পূরক. এসসিআর ৬৫১	প্রযোজ্য নয়	অনুচ্ছেদ ১১
[২০১১] ১১ এসসিআর ৬৫১	প্রযোজ্য নয়	অনুচ্ছেদ ১২
[২০১১] ৯ এসসিআর ১৪৬	প্রযোজ্য নয়	অনুচ্ছেদ ১৪
[২০১৬] ৯ এসসিআর ৯০১	প্রযোজ্য নয়	অনুচ্ছেদ ১৫
[২০১৭] ৩ এসসিসি ১৫৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৬

উত্তর হরিয়ানা বিজলি বিতরন নিগম লিমিটেড [ইউএইচবিভিএনএল] বনাম ৪৯১ আদানি পাওয়ার লিমিটেড

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ দেওয়ানী আপিল নং ৫৮৬৫/২০১৮

আপিল ট্রাইব্যুনাল ফর ইলেকট্রিসিটি অ্যাট নিউ দিল্লি কর্তৃক আপিল নং ২১০/২০১৭-এর রায়ের ভিত্তিতে ১৩.০৪.২০১৮ তারিখে প্রদত্ত আদেশ থেকে।

দেওয়ানী আপিল নং ৬১৯০/২০১৮, সহ।

ভি. গিরি, মুকুল রোহাতগি, বিক্রম নানকানি, পি. এস. নরসিমহা, প্রবীণ আইনজীবী, জি. উমাপাথি, রাকেশ কে. শর্মা, আদিত্য সিং, সুশ্রী বৈষ্ণবী, সুশ্রী হেমন্তিকা ওয়াহি, আনন্দ কে. গণেশন, সুশ্রী জেসাল ওয়াহি, মহেশ আগরওয়াল, সুশ্রী নীহা নাগপাল, সুশ্রী পুনম ভার্মা, আবিহা জাইদি, সুশ্রী অপরাজিতা উপাধ্যায়, সুশ্রী দেবাংশী সিং, মালব দেলিব্বালা, সুশ্রী অদিতি পাঠক, অর্শীত আনন্দ, ই. সি. আগরওয়ালা, নিকুঞ্জ দয়াল, প্রমোদ দয়াল, সুশ্রী পায়েল দয়াল, অ্যাডভোকেট, আপিলকারীদের পক্ষে।

আদালতের রায় প্রদান করেন

বিচারপতি আর. এফ. নরিম্যান। ১. দেওয়ানী আপিল নং ৫৮৬৫/২০১৮-এর আপিলকারীরা হল উত্তর হরিয়ানা বিজলি বিতরণ নিগম লিঃ এবং দক্ষিণ হরিয়ানা বিজলি বিতরণ নিগম লিঃ (সম্মিলিতভাবে "হরিয়ানা ডিসকমস"), যারা হরিয়ানা রাজ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্সধারী। দেওয়ানী আপিল নং ৬১৯০/২০১৮-এর আপিলকারী হল গুজরাট উর্জা বিকাশ নিগম লিঃ ("জিইউভিএনএল"), যাকে গুজরাট রাজ্যের পক্ষে বিদ্যুৎ ক্রয়কারী সংস্থা হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রেসপন্ডেন্ট, আদানি পাওয়ার লিঃ, একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা, যার ৪৬২০ মেগাওয়াটের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র মুন্দ্রা, কচ্ছ জেলা, গুজরাটে অবস্থিত। ২৩.০৬.২০০৫ তারিখে, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০০৫ ("এসইজেড আইন") প্রণীত হয়েছিল। এই আইনের ২৬ ধারায় বিধান রয়েছে যে প্রতিটি ডেভেলপার শুল্ক আইন, ১৯৬২, শুল্ক শুল্ক আইন, ১৯৭৫, কেন্দ্রীয় আবগারি আইন, ১৯৪৪ ইত্যাদির অধীনে প্রযোজ্য সকল শুল্ক থেকে অব্যাহতি সহ বিভিন্ন ছাড়ের অধিকারী হবে। ভারত সরকার কর্তৃক রেসপন্ডেন্টকে সহ-ডেভেলপার হিসাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে (যা "ডেভেলপার" শব্দের অন্তর্ভুক্ত)। বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক ("এমওসিআই"), একটি ১৯.১২.২০০৬ তারিখের চিঠির মাধ্যমে, পূর্বে উল্লিখিত এসইজেডে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আপিলকারীকে অনুমোদন দিয়েছে। সুতরাং, আপিলকারী চারটি ৩৩০ মেগাওয়াটের ইউনিট ফেজ । এবং ।।-এ, দুটি ৬৬০ মেগাওয়াটের ইউনিট ফেজ ।।।-এ এবং তিনটি ৬৬০ মেগাওয়াটের ইউনিট ফেজ ।V-এ স্থাপন করেছে। রেসপন্ডেন্ট আপিলকারীর সাথে বিভিন্ন বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি ("পিপিএ") স্বাক্ষর করেছে। আমরা বর্তমান মামলায় ০৭.০৮.২০০৮ এবং ০২.০২.২০০৭ তারিখের পিপিএগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট।

এমওসিআই, ০৬.০৪.২০১৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, ০১.০৪.২০১৫ তারিখ থেকে কার্যকরভাবে অনুমোদিত কার্যক্রমের জন্য আমদানি/সংগ্রহকৃত পণ্যের উপর শুল্ক আইন, শুল্ক শুল্ক আইন, কেন্দ্রীয় আবগারি আইন ইত্যাদির অধীনে সকল শুল্ক থেকে অব্যাহতি প্রত্যাহার করেছে। ১৬.০২.২০১৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, ০২.০২.২০০৯ তারিখের পূর্বে অনুমোদিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির উপর শুল্ক অব্যাহতি সম্পর্কিত আর্থিক সুবিধাগুলি, যার ফলে রেসপন্ডেন্ট অব্যাহতি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, প্রত্যাহার করা হয়েছে। ১৫.১০.২০১৫ তারিখে, রেসপন্ডেন্ট কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন ("সিইআরসি" বা "কমিশন")-এর কাছে একটি আবেদন দাখিল করে, পিপিএগুলির পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিপূরণ চেয়ে ধারা ১৩-এর আহ্বান জানায়। ০৪.০৫.২০১৭ তারিখে, সিইআরসি আইনের পরিবর্তনের কারণে অব্যাহতি বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য উত্তদাতার আবেদন মঞ্জুর করে।

> "৩৫. .....তবে, শুল্ক শুল্ক, আবগারি শুল্ক, ধার্য কর এবং পরিষেবা করের হারগুলিতে পরিবর্তন, যা সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমে করযোগ্য পরিষেবাগুলির উপর আরোপ করা হয়েছে, আইনের পরিবর্তনের অধীনে আচ্ছাদিত হবে। যতক্ষণ গ্রিন এনার্জি সেসের প্রশ্ন, তা আইনের পরিবর্তনের তারিখের পরে আরোপ করা হয়েছিল এবং আবেদনকারী পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেছে। তদনুসারে, আবেদনকারী ১.৪.২০১৫ তারিখ থেকে এসইজেডে অবস্থিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির জন্য বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক [এসআইসি শুল্ক বা বাণিজ্য] কর্তৃক অব্যাহতি প্রত্যাহারের তারিখে এবং ১.৪.২০১৫ তারিখ থেকে প্রচলিত হারে অন্য কোনো পণ্য এবং খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানির/সংগ্রহের উপর শুল্ক শুল্ক, আবগারি শুল্ক এবং পরিশোধযোগ্য শুল্কের ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবে।"

তবে, সিইআরসি তার পূর্বেকার ০৬.০২.২০১৭ তারিখের আদেশে নং ১৫৬/এমপি/২০১৪-এ বহাল থাকে, যেখানে বলা হয়েছিল যে ধারা ১৩-এর অধীনে "বহনকারী খরচ" অবশ্যই রেসপন্ডেন্টকে ফেরত দিতে হবে যাতে আইনের পরিবর্তনের কারণে - অব্যাহতি বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার - পূর্বের অর্থনৈতিক অবস্থানে পুনরুদ্ধার করা যায় - যা সুপ্রিম কোর্টের ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন লিঃ বনাম মধ্যপ্রদেশ স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড, (২০১১) ১৫ এসসিসি ৫৮০ ("ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন লিঃ")-এর রায়ের পরিপন্থী ছিল, যেখানে কমিশন কর্তৃক অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত আইনের পরিবর্তনের তারিখ থেকে পিপিএ-তে বহনকারী খরচ প্রদানের কোনো বিধান নেই বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল।

উত্তর হরিয়ানা বিজলি বিতরন নিগম লিমিটেড [ইউএইচবিভিএনএল] বনাম ৪৯৩ আদানি পাওয়ার লিমিটেড [আর. এফ. নরিমান, বিচারপতি]

এই কারণে, কমিশন রায় দিয়েছে যে আইনের পরিবর্তনের তারিখ থেকে রায়ের তারিখ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের নীতিগুলির ভিত্তিতে বহনকারী খরচ প্রদানের জন্য উত্তদাতার প্রার্থনা মঞ্জুর করা যাবে না। আপিল ট্রাইব্যুনাল ফর ইলেকট্রিসিটি ("আপিল ট্রাইব্যুনাল") কর্তৃক ১৩.০৪.২০১৮ তারিখে প্রদত্ত বিতর্কিত রায়ে পিপিএগুলির প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং অবশেষে রায় দেওয়া হয়েছে:

> "x. আরও, ১৩.২ ধারার বিধান, অর্থাৎ আইনের পরিবর্তনের ফলে আবেদনকারীকে সেই একই অর্থনৈতিক অবস্থানে পুনরুদ্ধার করা যেন আইনের পরিবর্তন ঘটেনি, 'পুনঃপ্রতিষ্ঠা'র নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যা তার বিশেষ আইনি মর্যাদা পুনরুদ্ধার করার একটি নির্দিষ্ট জিনিস। সুতরাং, পিপিএ-এর বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, এবং মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর এনভায়রো-লিগ্যাল অ্যাকশন বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং ওআরএস-এর মামলায়, আমরা এই সুচিন্তিত মতামতের অধিকারী যে আইনের পরিবর্তনের তারিখ থেকে উপযুক্ত কমিশন কর্তৃক অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত আইনের পরিবর্তনের কারণে উদ্ভূত বহনকারী খরচ প্রদানের কোনো বিধান নেই। এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে গুজরাট বিড-০১ পিপিএ-তে আইনের পরিবর্তন না ঘটলে সেই একই অর্থনৈতিক অবস্থানে পুনরুদ্ধারের কোনো বিধান নেই। তদনুসারে, বহনকারী খরচ প্রদানের সিদ্ধান্ত গুজরাট বিড-০১ পিপিএ-তে প্রযোজ্য হবে না।"

তদনুসারে, বহনকারী খরচ প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং কমিশনের রায় বাতিল করা হয়েছিল।

২. শ্রী জি. উমাপাথি, বিজ্ঞ আইনজীবী, এবং শ্রী ভি. গিরি, বিজ্ঞ সিনিয়র অ্যাডভোকেট, আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত হয়ে যুক্তি দিয়েছিলেন যে কমিশনের রায় ভুল ছিল এবং যেহেতু বহনকারী খরচ প্রশ্নযুক্ত পিপিএগুলির অংশ নয়, তাই ইক্যুইটির নীতির ভিত্তিতে সুদ এবং বহনকারী খরচ মঞ্জুর করা যাবে না। এই কারণে, তারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় বাতিল করা উচিত।

৩. অন্যদিকে, শ্রী মুকুল রোহাতগি, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী উত্তদাতার পক্ষে উপস্থিত হয়ে আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় সমর্থন করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে আপিল ট্রাইব্যুনাল পিপিএ-এর চার দেওয়ালের বাইরে যায়নি। যেহেতু ১৩.২ ধারা, বিশেষ করে, একটি ক্ষতিপূরণ নীতি স্পষ্টভাবে প্রদান করে, তাই উত্তরদাতারা তার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।

৪. পক্ষগণের নিজ নিজ যুক্তি উপলব্ধি করার জন্য, পিপিএ-এর কতিপয় বিধান উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেই হেতু, অনুচ্ছেদ ১১.৩.১ এবং ১১.৩.৪ নিম্নরূপ:

"১১.৩ মাসিক বিল পরিশোধ

১১.৩.১ ক্রেতা মাসিক বিলের অধীনে বিক্রেতাকে নির্ধারিত তারিখে পরিশোধযোগ্য অর্থ পরিশোধ করবে, যেমন বিক্রেতা কর্তৃক পূর্বে অনুচ্ছেদ ১১.৩.৩ অনুসারে ক্রেতাকে অবহিত করা হয়েছে:

ক্রেতা কর্তৃক পরিশোধিত সকল অর্থ বিক্রেতা কর্তৃক অগ্রাধিকারের নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে বরাদ্দ করা হবে:

১. যদি থাকে, ক্রেতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য বিলম্বিত পরিশোধের অতিরিক্ত শুল্কের দিকে;

২. যদি থাকে, পূর্বেকার অপরিশোধিত মাসিক বিলের দিকে; এবং

৩. তারপরের মাসিক বিলের দিকে।"

XXXX XXXX XXXX

"১১.৩.৪ কোনো ক্রেতা কর্তৃক তার নির্ধারিত তারিখের পরে মাসিক বিল পরিশোধে বিলম্বের ক্ষেত্রে, ক্রেতা বিক্রেতাকে প্রযোজ্য এসবিএআর-এর বার্ষিক দুই (২) শতাংশের অতিরিক্ত হারে বিলম্বিত পরিশোধের অতিরিক্ত শুল্ক পরিশোধ করবে, যা প্রতিদিনের ভিত্তিতে (এবং মাসিক চক্রবৃদ্ধির সাথে) হিসাব করা হবে, বিলম্বের প্রতিটি দিনের জন্য।"

অনুচ্ছেদ ১১.৮.১ এবং ১১.৮.৩-ও গুরুত্বপূর্ণ এবং নিম্নরূপ বিধান করে:

"১১.৮ অতিরিক্ত বিল পরিশোধ

১১.৮.১ উভয় পক্ষ অন্য পক্ষের উপর বিল উত্থাপন করতে পারে ("অতিরিক্ত বিল") নিম্নলিখিত কারণে পরিশোধের জন্য:

i. আঞ্চলিক শক্তি হিসাব কর্তৃক প্রয়োজনীয় সমন্বয় (যদি প্রযোজ্য হয়);

ii. তফসিল-৫-এর বিধান অনুসারে প্যারামিটারের পরিবর্তনের জন্য শুল্ক পরিশোধ; অথবা

iii. অনুচ্ছেদ ১৩-এ প্রদত্ত আইনের পরিবর্তন

এবং এই ধরনের বিল অন্য পক্ষ কর্তৃক পরিশোধ করা হবে।"

xxx xxx xxx

"১১.৮.৩ কোনো পক্ষের অতিরিক্ত বিল পরিশোধে এক মাসের বেশি বিলম্বের ক্ষেত্রে, অনুচ্ছেদ ১১.৩.৪-এর মাসিক বিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একই শর্তে বিলম্বিত পরিশোধের অতিরিক্ত শুল্ক পরিশোধযোগ্য হবে।"

অনুচ্ছেদ ১৮.১৭ নিম্নরূপ বিধান করে:

"১৮.১৭ কোনো আনুষঙ্গিক বা পরোক্ষ ক্ষতি নয়

এই চুক্তিতে স্পষ্টভাবে প্রদত্ত ব্যতীত বিক্রেতা এবং ক্রেতার দায়বদ্ধতা সীমিত থাকবে। তবে এই চুক্তিতে অন্য কিছু থাকা সত্ত্বেও, কোনো পক্ষ অন্য পক্ষের কাছ থেকে কোনো আনুষঙ্গিক বা পরোক্ষ ক্ষতি বা ক্ষতির দাবি করবে না।"

৫. পরিশেষে, এই আপিলের ফলাফল পিপিএ-এর ১৩ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল, যা সম্পূর্ণরূপে নীচে উল্লেখ করা হল:

"১৩. অনুচ্ছেদ - আইনের পরিবর্তন

১৩.১ সংজ্ঞা

এই ১৩ অনুচ্ছেদে, নিম্নলিখিত শব্দগুলির নিম্নলিখিত অর্থ থাকবে:

১৩.১.১ "আইনের পরিবর্তন" অর্থ বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখের সাত (৭) দিন পর নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির যেকোনো একটি ঘটা:

(i) কোনো উপযুক্ত আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা ভারতীয় সরকারি যন্ত্র কর্তৃক কোনো আইন বা আইনের ব্যাখ্যা গ্রহণ, কার্যকর করা, অনুমোদন, প্রচার, সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা; অথবা (ii) কোনো উপযুক্ত আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা ভারতীয় সরকারি যন্ত্র কর্তৃক কোনো আইন বা আইনের ব্যাখ্যা পরিবর্তন; অথবা (iii) এই ধরনের সম্মতিতে কোনো পরিবর্তন, অনুমোদন বা লাইসেন্স প্রকল্পের জন্য উপলব্ধ, অন্যথায় বিক্রেতার কারণে নয়, যা বিক্রেতার বিদ্যুৎ বিক্রির ব্যবসা থেকে ক্রেতার কাছে বিদ্যুৎ বিক্রির খরচ বা রাজস্বের কোনো পরিবর্তন ঘটায় এই চুক্তির শর্তাবলীর অধীনে;

তবে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে না (i) কোনো ধার্য কর বা আয়কর বা লভ্যাংশ যা বিক্রেতার শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়, অথবা (ii) উপযুক্ত কমিশন কর্তৃক ধার্যকৃত চার্জ বা ফ্রিকোয়েন্সি চার্জের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন।"

তবে শর্ত থাকে যে যদি ভারত সরকার আয়কর আইনের ৮০ আইএ ধারার অধীনে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পগুলির জন্য নির্ধারিত বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুর তারিখ পর্যন্ত আয়কর ছুটি না বাড়ায়, তবে এই ধরনের অ-প্রসারণকে আইনের পরিবর্তন হিসাবে গণ্য করা হবে (কেবলমাত্র ভারত সরকার কর্তৃক "মেগা পাওয়ার প্রজেক্ট" এর মর্যাদা প্রাপ্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে)।

১৩.১.২ "সক্ষম আদালত" অর্থ:

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বা কোনো হাইকোর্ট, অথবা কোনো ট্রাইব্যুনাল বা অনুরূপ বিচারিক বা আধা-বিচারিক সংস্থা ভারতে যা প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির উপর বিচার করার এখতিয়ার রাখে।

১৩.২ আইনের পরিবর্তনের প্রভাব গণনার জন্য প্রয়োগ এবং নীতি

এই ১৩ অনুচ্ছেদের অধীনে আইনের পরিবর্তনের পরিণতি নির্ধারণ করার সময়, পক্ষগুলি আইনের এই ধরনের পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করবে, মাসিক শুল্ক পরিশোধের মাধ্যমে, এই অনুচ্ছেদে পরিকল্পিত পরিমাণে, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে সেই একই অর্থনৈতিক অবস্থানে পুনরুদ্ধার করতে হবে যেন আইনের এই ধরনের পরিবর্তন ঘটেনি।

ক) নির্মাণ কাল

আইনের কোনো পরিবর্তনের ফলস্বরূপ, শুল্কে প্রকল্পের মূলধনের ব্যয়ের বৃদ্ধি/হ্রাসের প্রভাব নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে:

প্রতি ৮,৯০,০০,০০০ টাকা [আট কোটি নব্বই লক্ষ টাকা] বা তার বেশি মূলধনের ব্যয়ের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি/হ্রাসের জন্য, চুক্তিবদ্ধ ক্ষমতা চার্জের উপর এই চুক্তির মেয়াদকালে বৃদ্ধি/হ্রাস কোটেড ক্ষমতা চার্জের শূন্য দশমিক দুই দুই সাত (০.২২৭%) শতাংশের সমান পরিমাণে হবে। তবে শর্ত থাকে যে বিক্রেতাকে আইনের এই ধরনের পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য সরবরাহকারী প্রামাণিক নথি প্রদান করতে হবে। বিরোধের ক্ষেত্রে, অনুচ্ছেদ ১৭ প্রযোজ্য হবে।

এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে উপরে উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ কেবলমাত্র সেই পক্ষের উপর প্রযোজ্য হবে যার উপর মোট বৃদ্ধি/হ্রাস ৮,৯০,০০,০০০ টাকা [আট কোটি নব্বই লক্ষ টাকা] অতিক্রম করার তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

খ) কার্যকাল

আইনের পরিবর্তনের ফলস্বরূপ, বিক্রেতার আয় বা ব্যয়ের কোনো বৃদ্ধি/হ্রাসের জন্য ক্ষতিপূরণ উপযুক্ত কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত এবং সেই তারিখ থেকে কার্যকর হবে, যা পক্ষগণের উপর চূড়ান্ত এবং বাধ্যতামূলক হবে, প্রযোজ্য আইনের অধীনে প্রদত্ত আপিলের অধিকার সাপেক্ষে।

তবে শর্ত থাকে যে উপরে উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ কেবলমাত্র বিক্রেতার আয় বা ব্যয়ের বৃদ্ধি/হ্রাসের জন্য প্রযোজ্য হবে যদি তা একটি চুক্তি বর্ষে ১% এর সমষ্টিগত ক্রেডিট পত্রের অতিরিক্ত হয়।

১৩.৩ আইনের পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

১৩.৩.১ যদি বিক্রেতা ১৩.২ অনুচ্ছেদ অনুসারে আইনের পরিবর্তনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এই অনুচ্ছেদের অধীনে আইনের পরিবর্তনের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করতে ইচ্ছুক হয়, তবে বিক্রেতা আইনের এই ধরনের পরিবর্তনের বিষয়ে জানার সাথে সাথে বা যুক্তিসঙ্গতভাবে জানার সাথে সাথে ক্রেতাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার লিখিত নোটিশ দেবে।

১৩.৩.২ ১৩.৩.১ অনুচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও, বিক্রেতা ক্রেতাকে আইনের পরিবর্তনের বিষয়ে নোটিশ দিতে বাধ্য থাকবে যদি এই অনুচ্ছেদের অধীনে আইনের পরিবর্তন বিক্রেতার জন্য উপকারী হয়। এই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত উপাদান বা অন্যান্য বিধানের কারণ নির্বিশেষে, ক্রেতাকে জানানোর বাধ্যবাধকতা এখানে বস্তুগত হবে। তবে শর্ত থাকে যে যদি বিক্রেতা এই ধরনের নোটিশ প্রদান না করে থাকে, তবে ক্রেতার বিক্রেতাকে এই ধরনের নোটিশ জারি করার অধিকার থাকবে।

১৩.৩.৩ এই ১৩.৩.২ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রেরিত যেকোনো নোটিশে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নলিখিতগুলির সুনির্দিষ্ট বিবরণ থাকবে: এবং

(ক) আইনের পরিবর্তন; এবং

(খ) ১৩.২ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়গুলির উপর বিক্রেতার প্রভাব।

১৩.৪ আইনের পরিবর্তনের কারণে শুল্ক সমন্বয় পরিশোধ

১৩.৪.১ ১৩.২ অনুচ্ছেদের সাপেক্ষে, মাসিক শুল্ক পরিশোধে সমন্বয় নিম্নলিখিত তারিখ থেকে কার্যকর হবে:

(i) আইন গ্রহণ, প্রচার, সংশোধন, পুনঃপ্রণয়ন বা বাতিল বা আইনের পরিবর্তন; অথবা

(ii) যদি আইনের পরিবর্তন কোনো উপযুক্ত আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বা সরকারি যন্ত্রের রায়/আদেশের কারণে আইনের ব্যাখ্যার পরিবর্তনের ফলস্বরূপ হয়, তবে।

১৩.৪.২ ধারা ১১.৮-এ উল্লিখিত অতিরিক্ত বিলের মাধ্যমে আইনের পরিবর্তনের জন্য পরিশোধ করা হবে। তবে, এই চুক্তির সাথে সঙ্গতি রেখে আইনের পরিবর্তনের কারণে শুল্কে কোনো পরিবর্তন হলে, শুল্ক পরিবর্তনের পর বিক্রেতাকে মাসিক চালানগুলি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে পরিবর্তিত শুল্ক যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়।"

৬. এটা স্পষ্ট যে ধারা ১৩.৪.১ আইনের পরিবর্তনের কারণে মাসিক শুল্ক পরিশোধে সমন্বয় আইনের পরিবর্তনের তারিখ থেকে কার্যকর হবে [ধারা ৪.১-এর উপ-ধারা (i)], আইনের ক্ষেত্রে গ্রহণ, প্রচার, সংশোধন, পুনঃপ্রণয়ন বা বাতিল বা আইনের পরিবর্তন। এর বিপরীতে, যদি আইনের পরিবর্তন কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বা সরকারি যন্ত্রের রায়ের মাধ্যমে আইনের ব্যাখ্যার পরিবর্তনের কারণে হয়, তবে মাসিক শুল্ক পরিশোধের সমন্বয় উক্ত রায় বা ট্রাইব্যুনাল বা সরকারি যন্ত্রের আদেশের তারিখ থেকে কার্যকর হবে [ধারা ৪.১-এর উপ-ধারা (ii)], এই ক্ষেত্রে, মাসিক শুল্ক পরিশোধের সমন্বয় উক্ত রায় বা ট্রাইব্যুনাল বা সরকারি যন্ত্রের আদেশের তারিখ থেকে কার্যকর হবে। এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে ধারা ১৩.৪.১ পিপিএগুলির ১৩.২ ধারার অধীন।

৭. ধারা ১৩.২ একটি অন্তর্নির্মিত ক্ষতিপূরণ নীতি যা আইনের পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দেয় এবং যা মাসিক শুল্ক পরিশোধের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে সেই একই অর্থনৈতিক অবস্থানে পুনরুদ্ধার করতে হবে যেন এমন কোনো আইনের পরিবর্তন ঘটেনি। এর অর্থ হবে যে এই ধারার মাধ্যমে একটি কাল্পনিক পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে এবং পক্ষকে সেই একই অর্থনৈতিক অবস্থানে থাকতে হবে যেন আইনের পরিবর্তন ঘটেনি, অর্থাৎ, পক্ষকে দেওয়ানী আইনের অধীনে বোঝা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ধারা ১৩.২, তবে, ক্ষতিপূরণ নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুটি পৃথক সময়ের মধ্যে বিভক্ত। প্রথম সময়কাল হল "নির্মাণ কাল" যার মধ্যে শুল্কে প্রকল্পের মূলধনের ব্যয়ের বৃদ্ধি/হ্রাস একটি নির্দিষ্ট সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। তবে, বিক্রেতাকে আইনের পরিবর্তনের প্রভাব এবং বিরোধের ক্ষেত্রে তার অনুরূপতা প্রতিষ্ঠার জন্য সরবরাহকারী প্রামাণিক নথি প্রদান করতে হবে, পিপিএ-এর ১৭ ধারার অধীনে একটি বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেওয়া হবে। এটাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে ক্ষতিপূরণ কেবলমাত্র সেই পক্ষের উপর প্রযোজ্য হবে যার উপর মোট বৃদ্ধি/হ্রাস সেখানে উল্লিখিত পরিমাণের বেশি।

উত্তর হরিয়ানা বিজলি বিতরন নিগম লিমিটেড [ইউএইচবিভিএনএল] বনাম ৪৯৯ আদানি পাওয়ার লিমিটেড [আর. এফ. নরিমান, বিচারপতি]

৮. যতক্ষণ "কার্যকাল" সম্পর্কিত, বিক্রেতার আয় বা ব্যয়ের কোনো বৃদ্ধি/হ্রাসের জন্য ক্ষতিপূরণ উপযুক্ত কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত এবং সেই তারিখ থেকে কার্যকর হবে। এখানে, এই ক্ষতিপূরণ কেবলমাত্র বিক্রেতার আয় বা ব্যয়ের বৃদ্ধি/হ্রাসের জন্য প্রযোজ্য হবে যদি তা একটি চুক্তি বর্ষে ১% এর সমষ্টিগত ক্রেডিট পত্রের অতিরিক্ত হয়। ধারা ১৩.২-এর পাঠ থেকে এটা স্পষ্ট যে ক্ষতিপূরণ নীতি কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে যেখানে একটি নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ড সীমা উভয় উপ-ধারা (ক) এবং (খ)-তে অতিক্রম করা হয়েছে। এতে কোনো বিতর্ক নেই যে বর্তমান মামলা উপ-ধারা (খ)-এর অধীনে পড়ে এবং পূর্বে উল্লিখিত থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করা হয়েছে। আইনের পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিপূরণ দাবি করার প্রক্রিয়া পিপিএ-এর ১৩.৩ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৯. দেওয়ানী আপিল নং ৬১৯০/২০১৮-এর পিপিএ-তে ১৩.৪ অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ বিধান করে:

"১৩.৪ আইনের পরিবর্তনের কারণে শুল্ক সমন্বয় পরিশোধ

১৩.৪.১ ১৩.২ অনুচ্ছেদের সাপেক্ষে, মাসিক শুল্ক পরিশোধে সমন্বয় নিম্নলিখিত তারিখ থেকে কার্যকর হবে:

(ক) আইন গ্রহণ, প্রচার, সংশোধন, পুনঃপ্রণয়ন বা বাতিল বা আইনের পরিবর্তন; অথবা

(খ) যদি আইনের পরিবর্তন কোনো উপযুক্ত আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বা সরকারি যন্ত্রের রায়/আদেশের কারণে আইনের ব্যাখ্যার পরিবর্তনের ফলস্বরূপ হয়, তবে;

(গ) ১৩.১.১ অনুচ্ছেদের ঘটনার ফলে প্রভাবের তারিখ।"

"১৩.৪.২ ধারা ১১.৮-এ উল্লিখিত অতিরিক্ত বিলের মাধ্যমে আইনের পরিবর্তনের জন্য পরিশোধ করা হবে। তবে, এই চুক্তির সাথে সঙ্গতি রেখে আইনের পরিবর্তনের কারণে শুল্কে কোনো পরিবর্তন হলে, শুল্ক পরিবর্তনের পর বিক্রেতাকে মাসিক চালানগুলি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে পরিবর্তিত শুল্ক যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়।"

এটা স্পষ্ট যে উপ-ধারা (গ) দেওয়ানী আপিল নং ৫৮৬৫/২০১৮-এর পিপিএ-তে প্রযোজ্য নয় কারণ আমরা ইতিমধ্যেই রায় দিয়েছি যে ১৩.৪.১ অনুচ্ছেদের উপ-ধারা (i) বর্তমান মামলার তথ্যের উপর প্রযোজ্য এবং এটা স্পষ্ট যে উপ-ধারা (খ) এবং (গ)-এর বর্তমান মামলার তথ্যের উপর কোনো প্রয়োগ নেই।

১০. অতএব, ১৩ ধারার সম্পূর্ণ পাঠ, এই অবস্থানে নিয়ে যায় যে ১৩.২ ধারায় অন্তর্ভুক্ত ক্ষতিপূরণ নীতির সাপেক্ষে, মাসিক শুল্ক পরিশোধে সমন্বয়, বর্তমান মামলার তথ্যের উপর, ০৬.০৪.২০১৫ এবং ১৬.০২.২০১৬ তারিখের প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা প্রদত্ত ছাড় প্রত্যাহারের তারিখ থেকে কার্যকর হবে। বর্তমান মামলা, তাই, ১৩.৪.১(i) ধারার অধীনে পড়ে। এই কারণে, মাসিক শুল্ক পরিশোধে সমন্বয় সেই তারিখ থেকে কার্যকর করতে হবে যে তারিখে প্রদত্ত ছাড় প্রত্যাহার করা হয়েছিল। এই কারণে, শুল্ক পরিবর্তনের পর বিক্রেতাকে মাসিক চালানগুলি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে পরিবর্তিত শুল্ক যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়। বর্তমান মামলার তথ্যের উপর, এটা স্পষ্ট যে রেসপন্ডেন্টরা তাদের মাসিক শুল্ক পরিশোধে সেই তারিখ থেকে সমন্বয়ের অধিকারী হবে যে তারিখে ছাড়ের বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হয়েছিল। এই কারণে, ১৩.২ ধারায় অন্তর্ভুক্ত ক্ষতিপূরণ নীতি কেবলমাত্র ০৪.০৫.২০১৭ তারিখের আদেশের পরেই কার্যকর হবে যেখানে সিইআরসি রায় দিয়েছে যে রেসপন্ডেন্টরা ০১.০৪.২০১৫ তারিখ থেকে আইনের পরিবর্তনের কারণে অতিরিক্ত খরচ দাবি করার অধিকারী ছিল। এই কারণে, পিপিএ-এর বাইরে কোনো সাধারণ ন্যায়বিচারের নীতির ভিত্তিতে রেসপন্ডেন্টরা এই ক্ষতিপূরণ দাবি করবে এটা ভুল হবে। যেহেতু এটা স্পষ্ট যে বহনকারী খরচের পরিমাণ কেবলমাত্র পিপিএ-এর ১৩ ধারার সাথে সম্পর্কিত, তাই আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ের সাথে হস্তক্ষেপ করার কোনো কারণ নেই।

১১. আমরা এখন উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের উদ্ধৃত কতিপয় রায়ের দিকে আসছি। সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিঃ বনাম স্টেট অফ মধ্যপ্রদেশ এবং ওআরএস, (২০০৩) ৮ এসসিসি ৬৪৮ ["সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস"], এই আদালত রায় দিয়েছে যে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সুদ পরিশোধযোগ্য এবং পরিশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে:

> "২৪. অতএব, আমাদের মতে, যেখানে কোনো নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও বা পক্ষগণের মধ্যে চুক্তিতে, আইনে এমন কোনো কারণ নেই যার জন্য কয়লাখনিগুলিকে সেই সময়ের জন্য সুদের পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে যার জন্য ভোক্তা/ক্রেতারা সেই অর্থ পরিশোধ করেনি বর্ধিত রাজত্বের পরিমাণ যা সেই সময়ের জন্য অপরিশোধিত খনিজ মূল্যের একটি অংশ। সুদের জন্য ন্যায্যতা ওজনযুক্ত কারণের উপর ভিত্তি করে যা কয়লাখনিগুলিকে সেই পরিমাণের উপর রাজ্যকে সুদ পরিশোধ করতে বাধ্য করে। এটা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী হবে যদি রায় দেওয়া হয় যে যদিও কয়লাখনিগুলিকে রাজ্যকে সুদের পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে কিন্তু ভোক্তা/ক্রেতারা যাদের হাতে প্রকৃতপক্ষে অর্থ আটকে ছিল তাদের সুদ পরিশোধের দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক।"

যা যুক্তি দেওয়া হয়েছিল শ্রী গিরি কর্তৃক তা হল যে এই রায় পিপিএ-এর ১৮.১৭ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিগুলিতে প্রয়োগ করা যাবে না যা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে বিক্রেতা এবং ক্রেতার দায়বদ্ধতা এই চুক্তিতে স্পষ্টভাবে প্রদত্ত বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং কোনো অবস্থাতেই ক্রেতা বা বিক্রেতা কোনো পরোক্ষ বা আনুষঙ্গিক ক্ষতি বা ক্ষতির দাবি করবে না। যেহেতু আমরা রায় দিয়েছি যে বহনকারী খরচের দাবি পিপিএ-এর ১৩ ধারার অধীনে পড়ে, তাই এই রায়ের বর্তমান মামলার তথ্যের উপর কোনো প্রয়োগ থাকবে না।

১২. শ্রী গিরি ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন লিঃ (উপরে) এর উপরও নির্ভর করেছিলেন, যেখানে সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস (উপরে) নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পার্থক্য করা হয়েছিল:

> "২৫. এই প্রসঙ্গে, এটা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস [(২০০৩) ৮ এসসিসি ৬৪৮] মামলাটি মূলত বিক্রয় পণ্য আইন, ১৯৩০-এর ৬১ ধারার অধীনে আচ্ছাদিত ছিল এবং ক্ষতির মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ এই সংবিধিবদ্ধ বিধান অনুসারে পরিশোধযোগ্য ছিল। দায়বদ্ধতা স্থির হয়ে গিয়েছিল এবং সুদ পরিশোধযোগ্য হয়ে গিয়েছিল কারণ সেই পরিমাণের জন্য অর্থ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা ছিল। এছাড়াও, পক্ষগণের মধ্যে সুদের মঞ্জুরি সংক্রান্ত বিষয়ে বিপরীত কোনো চুক্তি ছিল না। বর্তমান বিষয়ে, আমাদের ১৯৯৯ সালের বিধি ৭৯(২)-এর দ্বিতীয় শর্ত রয়েছে যা কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এবং ৩১-৩-২০০১ পর্যন্ত বিদ্যমান শুল্কের ধারাবাহিকতা অনুমোদিত বিজ্ঞপ্তিগুলির মাধ্যমে উৎপাদনকারী কোম্পানিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিদ্যমান শুল্ক ধার্য করার অনুমতি দেয় যতক্ষণ না চূড়ান্ত শুল্ক নির্ধারণ করা হয়। সেখানে সেইজন্য সুদের পরিশোধের কোনো বিধান ছিল না। ২০০৪ সালের বিধিগুলির অধীনে পরবর্তীতে একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সুদের বিধান করা হয়েছিল যা বর্তমান বিষয়ে একটি বিপরীত পরিস্থিতি নির্দেশ করে যে সুদ পূর্বে পরিশোধযোগ্য ছিল না।"

১৩. পিপিএ-এর ১৩ ধারায় বহনকারী খরচ পরিশোধের বিধান রয়েছে, যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। এই রায় কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন বিধি ৭৯(২)-এর ব্যাখ্যার উপরও আলোকপাত করেছে (কার্যপ্রণালী) বিধি, ১৯৯৯, এবং তাই, বর্তমান মামলার তথ্যের উপরও কোনোভাবেই প্রযোজ্য নয়।

১৪. ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর এনভায়রো-লিগ্যাল অ্যাকশন বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং ওআরএস, (২০১১) ৮ এসসিসি ১৬১-এর মামলায়, এই আদালত এই বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিল যে কোনো মোকদ্দমায় সফল পক্ষকে তার বৈধ অধিকার হরণের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত কিনা। পরিবেশ দূষণের প্রেক্ষাপটে ক্ষতিপূরণ নীতির সাথে মোকাবিলা করার সময়, এই আদালত ১৯৯৭ সালের ১৯৭ অনুচ্ছেদে কতিপয় নীতি নির্ধারণ করে। এই রায়, আবারও, পিপিএ-এর ১৩ ধারার ব্যাখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ বর্তমান মামলার তথ্যের উপর কোনোভাবেই প্রযোজ্য নয়।

১৫. শ্রী গিরি কর্তৃক নির্ভর করা পরবর্তী রায় হল অল ইন্ডিয়া পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ার ফেডারেশন এবং ওআরএস বনাম সসান পাওয়ার লিঃ এবং ওআরএস, (২০১৭) ১ এসসিসি ৪৮৭। এই রায়ের ৩১ অনুচ্ছেদ বিদ্যুৎ আইনের ৬৩ ধারার প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করে যে কমিশন একা সংশোধিত শুল্ক গ্রহণ করতে পারে যা ভোক্তা স্বার্থ, জনসাধারণের স্বার্থ এবং পিপিএ-এর অধীনে পক্ষগণের অধিকারের উপর প্রভাব ফেলবে, যদি এটি ভোক্তা স্বার্থের উপর প্রভাব ফেলে, তবে কমিশনকে সকল কারণ বিবেচনা করে একটি সুচিন্তিত আদেশ পাস করতে হবে। বর্তমান মামলায়, আমরা পিপিএ-এর ১৩ ধারার ব্যাখ্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ায় এই রায়ের বর্তমান মামলার তথ্যের উপর কোনো প্রয়োগ আছে কিনা তা আমরা দেখতে ব্যর্থ হই।

১৬. সবশেষে, এনার্জি ওয়াচডগ বনাম সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন এবং ওআরএস, (২০১৭) ১৪ এসসিসি ৮০-এর রায়ও নির্ভর করা হয়েছিল। এই রায়ে, তিনটি বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে একটি পিপিএ-এর আইনের পরিবর্তন সংক্রান্ত বিধানের সাথে সম্পর্কিত ছিল। পিপিএ-এর অধীনে ইন্দোনেশিয়ান আইনের পরিবর্তনকে আইনের পরিবর্তন হিসাবে গণ্য না করে, এই আদালত ১৩.২ ধারার উল্লেখ করেছে নিম্নরূপ:

> "৫৭. যতক্ষণ ভারতীয় কয়লার সংগ্রহ সম্পর্কিত, ততক্ষণ সরবরাহ হ্রাস পেলে, পিপিএ-এর ১৩.২ ধারায় এই নথিগুলির পাঠ্য প্রদান করে যে আইনের পরিবর্তনের পরিণতি নির্ধারণ করার সময়, পক্ষগুলিকে আইনের এই ধরনের পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করতে হবে, মাসিক শুল্ক পরিশোধের মাধ্যমে, ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে সেই একই অর্থনৈতিক অবস্থানে পুনরুদ্ধার করতে হবে যেন আইনের এই ধরনের পরিবর্তন ঘটেনি।"

উত্তর হরিয়ানা বিজলি বিতরন নিগম লিমিটেড [ইউএইচবিভিএনএল] বনাম ৫০৩ আদানি পাওয়ার লিমিটেড [আর. এফ. নরিমান, বিচারপতি]

এই রায় থেকে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে ১৩.২ ধারায় অন্তর্ভুক্ত ক্ষতিপূরণ নীতি সর্বদা মনে রাখতে হবে এমনকি যখন সিইআরসি কর্তৃক ব্যয়ের বৃদ্ধি/হ্রাসের জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়।

১৭. এই বিষয়ে, আপিলগুলি সেই অনুযায়ী খারিজ করা হল।

দিব্যা পান্ডে আপিল খারিজ করা হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sk. Naved Shahariar